যায়যায়দিন

তারিখ 15 NOV 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

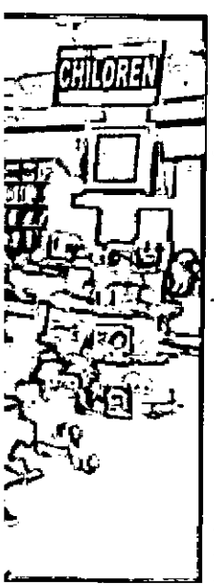

ক্যারেক্টারের মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন, পিক এ পিকচার, পারফেক্ট, প্রনানসিয়েশন, মেমোরি দি গেম ইত্যাদি।

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর এসব শিক্ষা উপকরণের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ম্যাজিক ইমেজের প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ ইয়াসিন রেজা জানান, আমরা চেষ্টা করেছি পাঠ্যক্রম অনুযায়ী সফটওয়্যারগুলো সাজাতে। যাতে শিক্ষার্থীরা এ থেকে প্রত্যক্ষ লাভবান হতে পারে। এগুলো একই সঙ্গে শিক্ষামূলক এবং বিনোদনধর্মী। এর ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে বৃটিশ ইন্টারঅ্যাকটিভ স্কুলের প্রিন্সিপাল সাইদুল ইসলাম চৌধুরী জানান, এগুলো শিক্ষার্থীদের নতুন জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এতে তাদের চিন্তাশক্তি এবং সৃজনশীলতা বাড়ে এবং কারিকুলামের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি হয়, যা একইসঙ্গে ইতিবাচক ও অনুপ্রেরণাদায়ক। সেই সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর এ শিক্ষা উপকরণ পড়ার প্রতি শিশুর মনোযোগ বাড়াতে সহায়ক ও দৃশ্যমান যে কোনো বিষয় অধিক কার্যকর এবং দীর্ঘস্থায়ী।

প্রাইমারি স্তরের বইয়ের ইংরেজি সংস্করণ

এ আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের নার্সারি এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গুণগত, অবকাঠামোগত মানের বিস্তর ফারাক রয়েছে। সেই সঙ্গে বর্তমানে ইংরেজি মাধ্যমে বাচ্চার লেখাপড়া করানোর ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। এ পার্থক্য দূর করতে এবং বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে অসম প্রতিযোগিতা না হয়, সে উদ্দেশ্যে আগামী ২০০৭ সাল থেকে প্রাইমারি স্তরের বইয়ের ইংরেজি সংস্করণ চালু হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্রে জানা যায়, প্রাইমারি স্তরের সব বইকে একযোগে ইংরেজিতে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. গাজী মোঃ আহসানুল কবির বলেন, বর্তমান শিক্ষাক্রমকে পুরোপুরি ঠিক রেখে বাংলায় লেখা বইগুলোকে শুধু ইংরেজিতে অনুবাদ করা হবে। পাঠ্যক্রমের ইংরেজি সংস্করণ চালু হলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী বাংলা বা ইংরেজি যে কোনো একটি মাধ্যমে লেখাপড়া করতে পারবে। এক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। তবে সারা দেশের প্রাইমারি স্তরের শিক্ষকদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়াতে যাতে অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে শুধু শহর এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে ইংরেজি সংস্করণ ব্যবহার করা হতে পারে বলে এনসিটিবির এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান। পরে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষক সহায়িকা দিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে ইংরেজি বই চালু করা হবে।

কিন্তু প্রাইমারি স্কুলের জন্য সরকারি পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ইংরেজিতে রূপান্তর করা হলেই কি তা ইংরেজি মাধ্যমবিশিষ্ট কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সমমানসম্পন্ন হবে? এ প্রসঙ্গে তার কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

শিশুদের মনস্তত্ত্ব বুঝে শিক্ষকরা তাদের কিভাবে শেখাবে, এ জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (আইইআর) এবং কানাডার হাইল্যান্ড রিসোর্স কলেজ যৌথ উদ্যোগে 'সার্টিফিকেট কোর্স অন ইফেকটিভ কোচিং' পরিচালনা করছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষকতার দক্ষতা বাড়াতে এ কোর্স পরিচালিত হয়। কারণ শিক্ষকতার অন্যান্য পর্যায়ের চেয়ে কিন্ডারগার্টেনে পড়ানো অনেক বেশি সংবেদনশীল। কোর্স করা থাকলে শিশুর মনস্তত্ত্ব সহজে বোঝা যায় এবং পাঠদান অনেক বেশি কার্যকর হয়। এখানে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক বা 'এ লেভেল'। তিন মাস মেয়াদি এ কোর্সের ফি ২০ হাজার টাকা যা তিন কিস্তিতে দেয়া যায়। কোর্সের ক্লাস বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত হয়। যোগাযোগ : আইইআর ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফোন : ৯৬৬১৯২০-৫৯, এক্সটেনশন ৬২৯৪।

বই, খেলনা যেখানে পাওয়া যায়

আহছানিয়া মিশন পরিচালিত বই *বাজার*-এ রয়েছে বাচ্চাদের উপযোগী বই, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট খেলনা এবং বিভিন্ন সফটওয়্যারের বিশাল সংগ্রহ। উল্লেখযোগ্য খেলনাগুলো হচ্ছে পাজল বোর্ড, কাউন্টিং বক্স, কুইজ অ্যাডভেঞ্চার গেম, ফেস পেইন্টিং, ভলকানো উইথ কেমিকাল (ব্যবহার বিধিসহ), হাউ টু প্লান্ট এ ট্রি, ক্রেজি কুয়েচার (কার্টুন, প্রজাপতি), ভ্যানট্রলোকুইস্ট পাপেট মেকিং, রি-অ্যারেঞ্জ (হেলিকপ্টার, ডাইনোসর ইত্যাদি), ইউজারস অফ ম্যাজিক স্কুল, ম্যাজিক বক্স, ম্যাগনেটিক স্লেট ইত্যাদি। জনপ্রিয় সফটওয়্যার হলো এবিসি, কিচিরমিচির। যোগাযোগ : বই বাজার, হাউস নং-১/এ, রোড নং-১৩ (নতুন), মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯। টেলিফোন : ৯১২৪১৫১, ৮১১৯৫২১-২২।

ওয়ার্ডস অ্যান্ড পেইজেস

এখানে পাওয়া যাবে বিশ্ববিখ্যাত মেটাল ব্যাজেব

তিনটি সিরিজ বার্বি, হট হুইলস এবং ফিশার প্রাইস। প্লে বা নার্সারি পর্যায়ের শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে পুন অ্যান্ড রোড, প্লে উইথ লেটার ডেস্ক, টার্ন অ্যান্ড লার্ন, অ্যাকটিভিটি টেবিল উইথ শেপ, সাউন্ড ইত্যাদি। এসব খেলনা প্রসঙ্গে হে অফ অপারেশন্স জিয়াউল হক খালেদ বলেন, প্রতিটি খেলনাই নন-টক্সিক যা শিশুস্বাস্থ্যের জন্য মোটেও ক্ষ নয়। কারণ বেশির ভাগ বাচ্চারই খেলনা মুখে দেয়ার প্রবণতা থাকে। ফেইরি টেল থিয়েটারের রয়েছে বি ডিভিডি-সিনডারেলা, বিউটি অ্যান্ড দি বেস্ট, বার্বি, বার্নি। উচ্চারণের জন্য রয়েছে ফোনেটিক্স সিডি। বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় প্রকাশনী সংস্থা পেঙ্গুইন, পেন ম্যাকমিলান, পাফিন, ল্যাডি বার্ড, ডিকের বিভিন্ন শিশুতোষ বই রয়েছে। যোগাযোগ : ওয়ার্ডস অ্যান্ড পেইজেস, ১২৫ গুলশান এভিনিউ, গুলশান-২, টেলিফে : ৯৮৯০৮৩২, ৮৮২০৪১৭।

এছাড়াও ইটিসি, অমনিসহ নিউ মার্কেট এবং গুলশান-১-এর সিটি করপোরেশন মার্কেটে বিভিন্ন ধরনের খেলনা, বই, সিডি, ডিভিডি পাওয়া যায়।